দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 SEP 1988
পৃষ্ঠা 5 3

11

# শিক্ষাঙ্গন

## শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা

এ দেশের ছেলে-মেয়েদের বুদ্ধি হতে না হতেই মোটা বইয়ের ভারে তারা নুইয়ে পড়ে। তাদের প্রতি কতটুকুই-বা লক্ষ্য দেয়া হচ্ছে। অথচ খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে দার্শনিক প্লেটো তাঁর রিপাবলিক গ্রন্থে লিখেছিলেন, "শিশুর জীবন পরিচালনার জন্য প্রথমে শিশুকে জানতে হবে ও তাদের মানসিকতা উত্তমরূপে বুঝতে হবে।" তিনি শিশুদের ব্যক্তিগত পার্থক্য ও প্রতিভা অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লবী দার্শনিক রুশো শিশুকে তাঁর মতো বেড়ে ওঠার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, শিশুর স্বাভাবিক ক্ষমতা ও আগ্রহকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। কিন্তু শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করার সময় বা সুযোগ কোনটাই হয়তো হয়ে উঠে না। এর উপর যদি তাদের প্রাত্যহিক নিয়ম-শৃংখলার মাঝে একটু সময় ইচ্ছানুযায়ী না দেয়া হয়, তাহলে সেটা তাদের জন্য হবে একেবারেই জুলুম।

শহর জীবন প্রতিনিয়তই জটিলতর হয়ে উঠেছে। সংসার চালাতে মানুষ হিমশিম খাচ্ছে। এই যান্ত্রিক জীবনে প্রকৃতির কোন কিছুই সঠিকভাবে অনুভব করার সুযোগটা পর্যন্ত মানুষের হয়ে উঠে না। তেমনি ছোট বেলা থেকেই সন্তান-সন্ততিকেও একটা বিশেষ নিয়মের মধ্যে দিয়ে চালনা করা প্রয়োজন। ভেবে দেখা প্রয়োজন এই নিয়ম তাদের জন্য ক্ষতিকর হচ্ছে কি-না? তাদের মনের স্বাভাবিক বিকাশ যাতে ঘটতে পারে সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

সপ্তাহে অন্তত কিছু সময় তাদের স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা করার কিংবা খেলাধুলা, ছবি আঁকা, গান গাওয়া যার যার পছন্দ মতো কাজে অংশগ্রহণ করতে দেয়া দরকার। কিন্তু চাকরিজীবী মায়েদের সপ্তাহে একদিন ছুটি সাত দিনের জমে থাকা কাজ সারতে কিংবা মেহমানদারী করতে কিভাবে যে কেটে যায় টেরও পাওয়া যায় না। সেদিন যেন দুনিয়ার কাজ এসে জড়ো হয়। সন্তানদের নিয়ে কোথাও যাবে সে সময়টুকুও সাপ্তাহিক ছুটির দিনে থাকে না। কিন্তু শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে তাদের কিছু কিছু ইচ্ছে পূরণের। মা যদি সময় করতে নাও পারে পিতাকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। এক বেলা কিছুটা সময় বের করে শিশুদের নিয়ে পার্কে কিংবা তারা যা পছন্দ করে এমন কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে বেড়ানো যেতে পারে। পিতা-মাতা উভয়কে এক সাথে বেড়ানোর সংগী হিসাবে পেলে তারা অত্যধিক খুশী হয়। তবে একজন না পারলে অন্যজনকে এ ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে। আর এর মাধ্যমেই শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাকে বস্তুনিষ্ঠ ও কার্যকরী করে তুলতে হবে।

—মোশারফ হোসাইন রুস্তম